Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 179 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 179 - 188
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 – 0848

সমাজমাধ্যম কেন্দ্রিক রাজনীতি ও বাংলা ছোটগল্প

গোবিন্দ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ, কলকাতা
Email ID: gobindamandal001@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Social Media, Politics, Facebook, whatsApp, Use, Abuse, Love, Addiction, supremacy.

Abstract
Now a day's social media is well known name to us. In our daily life we spend a lot of time in social media. Social media established it's supremacy on our life and on the other hand all of us use social media for various purposes directed by the predominance of different particular intention. Modern Bengali fictions basically short stories depicted this politics related to social media.

At present Facebook is the most popular social media. We use it for various quests. Sometime Facebook is used for seeking particular information. In the novel of Sirsendu Mukhopadhya named 'Tupi', Facebook has been used for such purpose. Facebook can be used to identify the criminal. In the short story of Suvarna Basu named 'Andhar Rater Atotayee' Facebook has been used for the same. Krishnendu Mukhopadhya's story 'BramhaPakhi' depicted how the rumour in the Facebook and also other social Medias rouses greediness and consequently harming us. There are so many bad effects of social media. One of those is spreading of pornography. In her short story 'Ringa Ringa Roses' Sayantani Putatunda described such kind of abusing of social media.

WhatsApp is one of the popular social medias. It is very much adorable especially to the lovers. There are so many short stories in the Bengali literature where love especially extramarital love is in the WhatsApp. 'Facial composite' written by Rajdeep Ray Ghatak, 'Freeze' written by Indranil Sen are the examples of such kinds of short story. Social media has introduced us with a new kind of love affairs that is called virtual love or virtual love affair. Bengali short story also depicted this particular kind of love affair. 'Chhayapath', 'Muk O Bodhirder Jonnya Ekti Bikel' or 'Khelnabati' written by Vinod

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 179 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Ghoshal, 'chyanel' written by Sijar Bagchi, 'Ebar Facebooke Kobi Pronam' short story of choitali Mukhopadhyay etc. are some examples of such kinds of stories.

Addiction to the social media is not good for us. Doctors and psychiatrists suggest us to reduce the using of social media. At present Bengali short story depicted the pictures of giving up the social media. 'Bankadar Path' written by Tamal Bandopadhyay 'Gantobbya' Written by sheersha Bandopadhya, or 'Dana Nai Ure jaay' written by Kishalaya Jana are the instance of that kinds of stories. If we see this fact with the political point of view, it will be realized that it is nothing but a combat for establishing the supremacy of man upon the social media.

Discussion

১

সমাজমাধ্যম[১] বা সোশ্যাল মিডিয়া, কথাটা আমাদের কাছে আজ খুব পরিচিত। সংজ্ঞা না জানলেও আমজনতা মোটামুটি প্রায় সকলেই সোশ্যাল মিডিয়া বলতে ফেসবুককে ধরে নেন। হ্যাঁ, ফেসবুক সমাজমাধ্যমের একটা উদাহরণ কিন্তু একমাত্র উদাহরণ নয়। ফেসবুকের পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইস্টাগ্রাম, ইউটিউব, ই-মেইল, লিঙ্কডিন ইত্যাদি আরও অনেক কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে পড়ে। এগুলি সমাজমাধ্যম কারণ এখানে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে সংযোগ স্থাপন করা হয়। ইন্টারনেটের ব্যবহারই সোশ্যাল মিডিয়াকে অন্য মিডিয়া থেকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। সমাজমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

> "Social media, a form of mass media communications on the internet (such as on websites social networking and micro blogging) through which users share information, ideas, personal messages, and other content (such as videos)."[২]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমাধ্যমের সংখ্যা যেমন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে তেমনি এর নতুন নতুন আকর্ষণীয় সব ফিচার মানুষকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করছে যে তার হাত এড়ানো প্রায় অসম্ভব আজ। আমাদের যাপন মুহূর্তের সিংহ ভাগ ব্যয়িত হচ্ছে কোন না কোন সমাজমাধ্যমে। এখানেই চলে আসছে রাজনীতির প্রসঙ্গ। একদিকে সমাজমাধ্যম মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে অন্যদিকে ব্যক্তিগত বিশেষ কোন উদ্দেশ্য, চাহিদার প্রাধান্যে অন্য সব কিছু গৌণ হয়ে সমাজমাধ্যমকে আজ আশ্রয় করছে মানুষ। রাজনীতির এই ছবি ধরা পড়েছে সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে। সীমিত পরিসরে তার সামান্য পরিচয় আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই। আমাদের এই আলোচনায় গল্পের বিষয়টা মুখ্য, প্রকাশকালের ধারাবাহিকতা গৌণ। এবং ছোটগল্প কেন্দ্রিক আলোচনা হলেও একটি দুটি উপন্যাসের প্রসঙ্গও এখানে থাকবে।

২

যেদিন থেকে প্রযুক্তির সমর্থন পেয়েছে মোটামুটি সেই দিন থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার যাত্রা শুরু।[৩] ১৯৭০-এর দশকে ইমেল এবং চ্যাট প্রোগ্রাম আত্মপ্রকাশ করে। যদিও সোশ্যাল মিডিয়া হিসেবে একে ব্যবহারের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই বছর আত্মপ্রকাশ করে USENET, এর সাহায্যে ব্যবহারকারীরা মেসেজ বা তথ্য আদান-প্রদান করতে পারত। এরপর নানা ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া এসেছে। তবে প্রথম যথার্থ সোশ্যাল মিডিয়া হিসেবে অনেকে SixDegrees.com-কে চিহ্নিত করেন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে এটি বাজারে আসে। ধীরে ধীরে মানুষ সমাজমাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এবং একুশ শতক থেকে এটি মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 179 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাজারে আসে Friendster (২০০১) My Space (২০০৩) ইত্যাদির মত সামাজিক মাধ্যমগুলি। তবে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক জনপ্রিয়তায় অন্য সমস্ত সামাজিক মাধ্যমগুলিকে পিছনে ফেলে দেয়। ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩.০৫ বিলিয়ন।[৪] মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ, সময় কাটানো, বিনোদন ইত্যাদি সাধারণ কাজের পাশাপাশি ফেসবুক আজ ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞাপন, সংবাদ পরিবেশন, গবেষণা[৫] ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনে। ফেসবুকের এই নানাবিধ ব্যবহারের কথা স্থান পেয়েছে সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে।

কোন কিছু অনুসন্ধানের কাজে আজকাল অনেকেই ফেসবুক ব্যবহার করি আমরা। বিভিন্ন গ্রুপ, জাল বিন্যাসের আকারে ছড়িয়ে থাকা বন্ধুত্বের সম্পর্ক - এসবের হাত ধরে অনুসন্ধেয় বিষয়টা অতি দ্রুত ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। এবং বহু ক্ষেত্রে সমাধান-সূত্রও মিলে যায়। এ বছর (২০২৩ খ্রি.) শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'টুপি' (শারদীয় 'দেশ', ১৪৩০ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে ফেসবুকের এ ধরণের ব্যবহারের কথা আমরা পাব। এই উপন্যাসে একজন লোক পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে ক্ষুধায় কাতর হয়ে একটা মন্দিরে যায় খাবারের প্রত্যাশায়। সেখানে কিছু ছেলে তাকে দেখে সন্দেহ প্রকাশ করে নাম পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটি তার পূর্ব-পরিচয় কিছুই বলতে পারল না। ছেলেগুলো তাকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে প্রহার করেও কিছু জানতে পারল না। এ সময় একটি ছেলে লোকটির 'টেম্পোরারি ডিমেনসিয়া' হতেও পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং লোকটির ছবি তুলে ফেসবুকে দেয়। জানতে চায় কেউ লোকটিকে চেনে কিনা। কিছু সময় পর থেকে উত্তর আসতে শুরু করে। তা থেকে জানা যায় লোকটির নাম 'বুলু মজুমদার, দুর্দান্ত জিমন্যাস্ট ছিল। তবে বেশ কিছুদিন আগে বুলু মজুমদার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার আর কোনও খবর নেই। লোকে বলে বুলু মজুমদার মারা গেছে।'[৬] ফেসবুকে প্রাপ্ত এই তথ্য একদিকে যেমন লোকটিকে কঠোরতর নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করে অন্যদিকে এমন একজন গুণী মানুষের এই পরিণতির জন্য লোকটির প্রতি ক্লাবের ছেলেদের মন শ্রদ্ধা ও করুণায় ভরে ওঠে। সমাজমাধ্যমের এমন ইতিবাচক ভূমিকার কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। শীর্ষেন্দুর লেখা আমাদের সেই সম্মিলিত জানারই প্রতিচ্ছবি।

ফেসবুক মানুষের আত্মপ্রচারের আন্তর্জাতিক মাধ্যম এখন। ব্যক্তিগত নানা কথা, ছবি ইত্যাদি আমরা শেয়ার করি এই মাধ্যমে। যা অপরাধ জগতের মানুষের হাতে পড়ে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা তৈরি করে। আবার অপরাধী ধরার কাজেও এসব তথ্য কিভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে, বর্তমানে সেটা সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। ফেসবুকের এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারের কথা আমরা পাব সুবর্ণ বসুর লেখা 'আঁধার রাতের আততায়ী' ('উনিশকুড়ি', ৪ এপ্রিল ২০১৬) গল্পে। এই গল্পে এক গৃহবধূ, (রাকা সেন) খুন হয়। খুনের তদন্তে নেমে পুলিশ রাকা সেন এবং অন্যান্যদের ফেসবুকে অনুসন্ধান চালায়। রাকা সেনের ফেসবুক, ওয়েব এড্রেস সার্চিং রিপোর্ট এবং ফোনের কল লিস্ট থেকে মৃতের অপরিমিত যৌন চাহিদা এবং একাধিক পুরুষ-সঙ্গের কথা জানা যায়। এরপর সিসিটিভি দেখে অপরাধী, রাকার স্বামী অবিনকে চিহ্নিত করে পুলিশ। কিন্তু অবিন জানায় সে রাকার ভাইয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। নিজেকে নিরাপরাধ প্রমাণ করতে আর কী চাই? সমস্যার এই জট মুক্ত করে ফেসবুক। অবিনের একটি নাটকের দল ছিল। অবিন ফেসবুকে সেই নাট্য দলের গ্রুপ ফটো পোস্ট করেছিল একসময়। যে ছবিতে দুজন অবিনকে দেখা যায়। পুলিশ থিয়েটারের মালিকের কাছ থেকে অবিনের ডামির কথা জানতে পারে। রাকার খুনের সময় যে রাকার ভাইয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখছিল। আর আসল অবিন রাকাকে খুন করে। ডামির একটি কানে মাকড়ি বা দুল ছিল, অবিনের ছিল না। ফেসবুকের সাহায্যেই এই পার্থক্যটা চিহ্নিত করেছিল পুলিশ। আর সেটাই আসল খুনিকে ধরিয়ে দেয়।

লোভ মানুষের ষড় রিপুর মধ্যে অন্যতম। মনের গুপ্ত গহ্বর থেকে মাঝে মাঝে বাইরে আসে মানুষের স্বভাবগত এই রিপু। লোভের এই বহিঃপ্রকাশে কোন অন্ধ বিশ্বাস কিম্বা গুজব অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। গুজব আগেকার দিনে ছড়াতো মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু এখন সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে নিমেষের মধ্যে গুজব বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এমন গুজব থেকে কিভাবে মানুষের মনে লোভ জন্মায় এবং সেই লোভ থেকে পরিচিত জনের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয় তার কথা আমরা পাব কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এর 'ব্রহ্মপাখি' ('উনিশ কুড়ি', ৪ এপ্রিল ২০১৬) গল্পে। এই গল্পে কলকাতা থেকে ফটোগ্রাফারদের একটা দল উত্তরাখণ্ডের নওকুচিয়াতাল যায় পাখির ছবি

তোলার জন্য। নওকুচিয়াতাল অঞ্চলে একটা বিরল প্রজাতির পাখি দুই একজন দেখেছে - ফেসবুকের এই পোস্ট এখানে আসার পথে তারা শোনে। এটা শোনার পরে পাখিটার ছবি কিভাবে তোলা যায় তা নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। নওকুচিয়াতালের বাংলোতে কেয়ারটেকার রামপিয়ারি স্বর্গের পাখিদের নওকুচিয়াতালের হ্রদ থেকে ব্রহ্মার জন্য জল নিয়ে যাওয়ার গল্প শোনায়। ফেসবুকের পোস্ট আর রামপিয়ারির গল্প, দুটো মিলে পাখিটার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ় হল। অন্যদিকে পাখিটা নিয়ে ইন্টারনেটে লেখালেখি শুরু হয়। 'সকলেই চাইছে ওই পাখিটা খুঁজে তার ছবি তুলতে। একটা ইন্টারন্যাশনাল বার্ড ফটোগ্রাফির কম্পিটিশন আছে সামনে। এই পাখির ছবিটা তুলতে পারলে ফাস্ট প্রাইজ বাঁধা। অনেক ডলার পুরস্কার।'[৭]ফলে যা হয়, দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল। দলের নিয়ম ভেঙে কেউ কাউকে তাদের তোলা ছবি দেখাতে চাইছে না। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সন্দেহ করছে, অপর ব্যক্তি বুঝি ছবিটা তুলেছে। এই সন্দেহ থেকে দলের অভিজ্ঞ সদস্য বিনয় এই দলের অন্য সদস্য শুভ্রকে মেরে ফেলতে চায় এবং সেটা না পেরে শুভ্রর ঘরে ছবি চুরি করতে ঢোকে এবং ধরা পড়ে। অলীক ব্রহ্মপাখি কেউ দেখেনি বা ছবি তুলতে পারেনি, মাঝে পড়ে পারস্পরিক সম্পর্কটা নষ্ট হল।

৩

সম্প্রতি ভারতীয় অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দানার কামোদ্দীপক একটা ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। কিন্তু পরে জানা গেছে ভিডিওর ব্যক্তিটি রশ্মিকা নয়। এটা আসলে ডিপফেক। অন্য একজনের দেহে রশ্মিকার মুখ বসিয়ে সমাজমাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষের হাতে এভাবে সমাজমাধ্যমের অপব্যবহার হচ্ছে। নিছক ব্যবসায়িক লাভের জন্য এবং এক শ্রেণির মানুষের দর্শকাম চরিতার্থ করার জন্য যৌনতার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজমাধ্যম। এখন সমাজমাধ্যমে খুব সহজলভ্য হয়ে উঠেছে পর্নোগ্রাফি। যার কুপ্রভাব পড়ছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্নোগ্রাফি রুখতে আইন তৈরি হয়েছে। ভারতীয় পিনালকোডের ২৯২ এবং ২৯৩ ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইন ৬৭বি ধারায় পর্নোগ্রাফির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং আইন ভঙ্গকারীর শাস্তির উল্লেখ আছে। ভারত-সরকার এদেশের পর্নো-সাইট বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে এবং বহু পর্নো-সাইট বন্ধও করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কি সমস্যার সমাধান হয়েছে? আনন্দবাজার পত্রিকার একটি রিপোর্টে উল্লেখ আছে – সুপ্রিম কোর্টে সরকার পক্ষের আইনজীবি জানাচ্ছে - পর্নোগ্রাফির চার কোটি ওয়েবসাইট রয়েছে। যার একটা বন্ধ করলে আর একটা হবে। তাছাড়া যে সার্ভারের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি ভারতে আসে তার বেশিরভাগ বিদেশে রয়েছে, ফলে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল।[৮] বিশ্বের সবচেয়ে বড় পর্নোগ্রাফি ওয়েবসাইট পর্নহাব-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে- পর্নোগ্রাফি সামগ্রীর ব্যবহারের দিক থেকে বিশ্বে ভারত এখন প্রথম তিনের মধ্যে একটি দেশ।[৯] শিশু-পর্নোগ্রাফির প্রতি ভারতবাসীর আসক্তিও চোখে পড়ার মতো। আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং এন্ড এক্সপ্লয়েটেড চিলড্রেন এর পরিসংখ্যান অনুসারে ২০১৯ সালে শিশু পর্নোগ্রাফি, শিশুদের যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত ছবি ও ভিডিও নিজেদের কাছে রাখা এবং আদান-প্রদানের ১৯ লক্ষের বেশি ঘটনা ঘটেছে ভারতে।[১০] লকডাউনের সময় ভারতে শিশুপর্নোগ্রাফি সামগ্রীর ব্যবহার বেড়েছিল ৯৫ শতাংশ।[১১] মানুষের লালসা, বিকৃত কামের কাছে শিশুরাও নিরাপদ নয়। কিন্তু যে শিশুকে নিয়ে এভাবে পর্নোগ্রাফি বানানো হচ্ছে সে কি এই বিষয়টা সম্পর্কে জানে? তার পরিবারও হয়তো জানে না এইসব ঘটনা। তারপর সেটা যখন সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তখন ওই শিশু এবং তার পরিবার যে সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয় তার কথা আমরা কজন ভেবে দেখি? সায়ন্তনী পূততুণ্ডের লেখা একটি গল্প 'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস' ('দেশ', ২ ডিসেম্বর, ২০১৮) আমাদেরকে ভাবায় সমাজ ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নিপীড়নের এই দিক সম্পর্কে। এই গল্পে আট বছরের একটি বালিকা, তিতলির ছবি ভাইরাল হয়। সেটা নাকি রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস নামক চাইল্ড পর্নো-সাইটে দেখা যাচ্ছে। পাশের ফ্লাটের মহিলা এসে তিতলির পরিবারকে এই তথ্য জানিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করে। পাশাপাশি অন্য ফ্ল্যাটের লোকজনও একজোট হয়ে এসে তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে যায়। প্রতিবেশির কাছে এভাবে অপমানিত হয়ে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে তিতলির উপর। বাবা তাকে পাশবিকভাবে প্রহার করে কিন্তু তিতলি জানে না পর্নো-সাইট কী। সে মোবাইলে সেলফি তুলে হাসি হাসি সুন্দর সুন্দর বাচ্চাদের মুখ দেখে নিজের ছবিটা সেখানে দেয়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 179 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিতলির উপরে অত্যাচারে তার ঠাকুরদা ঠাকুরমা জ্যাঠা কেউ প্রতিবাদ করেনি। তিতলির মা ঈশানী বাধা দিতে গেলে তার শাশুড়ি তাকে বংশ চরিত্র তুলে গালি দেয়। শাশুড়ির অশ্রাব্য গালির বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করে না। মা-মেয়ের উপর যখন এই লাঞ্ছনা গঞ্জনা চলছে তখন ঈশানীর শশুরের মুখ থমথমে। সে টিভিতে ডান্স রিয়ালিটি শো, ছোট ছোট মেয়েদের বিশেষ অঙ্গ প্রদর্শন ও সঞ্চালন সহযোগে নৃত্য দেখছে। সায়ন্তনী নৃত্যের যৌন আবেদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিতলি ও ঈশানীর উপর অত্যাচার এবং বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠের গণমাধ্যমে প্রকাশ্যে শিশুর যৌনতা উপভোগ – দুটো ছবিকে পাশাপাশি রেখে রিরংসা-মগ্ন সমাজের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন এখানে লেখক। ঈশানীর ভাসুর পাশে বসে সিনেমা পত্রিকা পড়ছে। লোকটা বেকার, বিয়ের এক বছর পর ডিভোর্স দিয়ে বউ বিদায় নিয়েছে। ঈশানীর উপর মানসিক অত্যাচারে সেও ইন্ধন জোগায়। ঈশানীর স্বামী মেয়েকে অত্যাচার করে বউকে নিয়ে পড়ে। তার মোবাইল তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কিন্তু সেই বিশেষ অ্যাপটি খুঁজে পায় না। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীকে প্রহার করে। কারণ সে ভাবে চালাকি করে ঈশানী সেসব ডিলিট করে দিয়েছে। গভীর রাত্রে চেতনা ফিরে পেয়ে পুড়ে যাওয়া পিঠের যন্ত্রণা নিয়ে ঈশানী ভাবে রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস তো শিশুদের ছড়া। এটা নিয়ে পর্নো-সাইট বানিয়েছে, কোন ধরণের মানুষ তারা? তিতলির ছবি নাকি ভাইরাল হয়েছে। দেখেছে পাশের ফ্ল্যাটের লোক। হয় বৌটি না হয় তার স্বামী শিশু-পর্নো দেখে। তা না হলে তিতলির ছবি তারা দেখল কী করে? যারা নীতি পুলিশ হয়ে এভাবে জ্ঞান দিতে আসে তাদের চারিত্রিক দোষের কী ব্যবস্থা হবে? ঈশানীর মনে পড়ে পাশের ফ্ল্যাটের লোকটির ঘোলাটে হিংস্র চাহনি। সে কয়েকবার তিতলিকে চকলেট দিয়ে আদর করেছিল। ভাবতেই শিউরে ওঠে ঈশানী। যে লোকগুলি দল বেঁধে এসেছিল এই পরিবারকে শাসন করতে তাদের সবার চোখে ছিল ক্ষুধার্ত চাহনি। এরপর ঈশানী ভাবে সে তিতলির ছবি আপলোড করেনি। তার ফোনেও নেই সেই বিশেষ অ্যাপ। তাহলে? অন্ধকারে উঠে তিতলির বন্ধ দরজা খুলে মেয়েকে কোলে নেয় সে। তারপর চুরি করে আনা চারটে ফোন এগিয়ে দেয় মেয়ের দিকে। জানতে চায় কোন ফোন থেকে সে নিজের ছবি তুলেছিল? ঈশানীর অনুমান সত্য হল। পরদিন ঈশানী ও তিতলিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। আত্মীয়-পরিজনহীন সংসারে কোন ঠিকানায় তারা বেরিয়েছে কে জানে! কেবল যাওয়ার সময় ঈশানী রেখে যায় একটা চিরকুট। স্বামীর উদ্দেশ্যে লেখা - পারলে নিজের মায়ের গর্ভে লাথি মারো। ঈশানী কুসন্তান গর্ভে ধারণ করেনি, করেছে তার শাশুড়ি। তার পেটের সন্তানের কুকীর্তির জন্য ঈশানী ও তিতলির ভাগ্যে এই নির্যাতন। শাশুড়ি কুসন্তান প্রসবের জন্য ঈশানীর গর্ভে লাথি মারার কথা বলেছিল। সেই কথাটা ফিরিয়ে দিল সে। ঈশানীর তীব্র প্রতিবাদী এবং বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় এখানে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন – যাদের জন্য ঈশানী ও তার মেয়ের এই দুর্দশা, সেই শ্বাপদগুলোকে কি দমন করা যাবে? উত্তরটা এখনও অজানা। কেবল অন্তরে রয়ে যায় ঈশানী ও তিতলির জন্য বেদনা। এই বেদনা যেদিন সবার মধ্যে সঞ্চারিত হবে সেদিনই হবে এর অবসান। সায়ন্তনীর মতো লেখকরা সেই দিনের অপেক্ষায় লিখে যান এজাতীয় গল্পকথা।

৪

জনপ্রিয়তার নিরিখে সমাজমাধ্যমগুলির মধ্যে ফেসবুকের পরেই বোধ হয় হোয়াটসঅ্যাপের স্থান। আধুনিক নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে এই হোয়াটসঅ্যাপের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রেম ও হোয়াটসঅ্যাপের এই ঘনিষ্ঠতা বিষয়ে রাজদীপ রায় ঘটকের লেখা একটি গল্প – 'ফেসিয়াল কম্পোজিট' ('দেশ', ২ সেপ্টেম্বর ২০২০)। পুরো গল্পটাতেই হোয়াটসঅ্যাপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে হোয়াটসঅ্যাপে অরিত্র ঝিলমের মেসেজ দেখে, তাকে ফোন করতে বলেছে ঝিলম। ঝিলমের স্বামী অরিত্র ও ঝিলমের সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করে। বাড়ি থেকে ঝিলমের পক্ষে ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ ঝিলম হোয়াটসঅ্যাপ করেছে, কী এমন ঘটেছে? উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে অরিত্র। ফোন করতে পারছে না। ঝিলমের স্বামীর কাছে যদি ধরা পড়ে যায়। নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে সে। প্রেমের মধ্যে ভয় উদ্বেগ সবই থাকে। সমাজমাধ্যম এসে সেটাকে যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়ে। তবে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করলেও প্রেমের যে গোপনীয়তা সমাজমাধ্যম অনেক সময় সেই গোপনীয়তাকে রক্ষা করে। অরিত্র প্রতিনিয়ত ঝিলমের ডিপি দেখে। সবার মাঝে বসে এভাবে বার বার প্রেমিকার মুখ দেখে কাউকে কোন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 179 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সন্দেহের অবকাশ না দিয়ে। প্রেমে কেবল লুকোচুরি নয় সমাজ নিন্দের ভয়ও থাকে। বিশেষত সে যদি হয় পরকীয়া প্রেম। ঝিলম হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল এই সমাজ নিন্দার ভয়ে। ঝিলমের উদ্বেগের কারণ - গতদিন সে ও অরিত্র যে পার্কে প্রেমালাপ করছিল সেখানে একটা ব্যাগ পড়েছিল। সেই ব্যাগে ছিল বিস্ফোরক। তারা চলে আসার পর তার বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের আহত দারোয়ান পুলিশকে জানায় এক যুগল ব্যাগের পাশে বসে ছিল। খবরে এটা জেনেই ঝিলমের মাথা ব্যথা শুরু। কারণ সুস্থ হয়ে ফিরে এলে ঐ দারোয়ানের বর্ণনা অনুযায়ী পুলিশ তাদের স্কেচ এঁকে ফেলবে। সেই ছবি প্রকাশ পেলে কেলেঙ্কারি। আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না। ঝিলম অরিত্রকে হোয়াটসঅ্যাপে বারবার তাগাদা দিতে থাকে তার পুলিশ বন্ধুর সহযোগিতায় পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করার জন্য। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে অরিত্র তার বন্ধুর ফোন নম্বর পেয়ে যোগাযোগ করে। তবে তাদের উদ্বেগের অবসান হয় ওই দারোয়ানের মৃত্যুতে। খবরটা পেয়ে ঝিলম অরিত্রকে হোয়াটসঅ্যাপে নানা ধরনের ভালোবাসার ইমোজি পাঠায়। পুরো গল্পটাই এভাবে হোয়াটসঅ্যাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

সমাজমাধ্যম প্রেমের গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু কখনো কখনো সেই গোপনীয়তা প্রকাশ্যে চলেও আসতে পারে। হোয়াটসঅ্যাপ-এর গোপন প্রেমের প্রকাশ্যে আসা নিয়ে ইন্দ্রনীল সেনের গল্প 'ফ্রিজ' ('দেশ', ১৭ জুন ২০২০)। এই গল্পে কল্যাণ এবং মিতালী স্বামী-স্ত্রী। তাদের একমাত্র কন্যা গুঞ্জা। কল্যাণ মিতালীর উপর শারীরিক মানসিক নানাবিধ অত্যাচার করে কিন্তু স্বামীকে ভালোবেসে মিতালী সবই সহ্য করে। কল্যাণের বাইপাস সার্জারি হয়েছে। নিষিদ্ধ খাবারের প্রতি তার লোভ। মিতালী সেইসব খাবার ফ্রিজে রাখে এবং কল্যাণ সেগুলি লুকিয়ে খায়। গুঞ্জা দেখে ফেলে। মাকে সে বলে ফ্রিজে এভাবে কেন এসব খাবার রাখে? তখন মিতালী গুঞ্জাকে কল্যাণের হোয়াটসঅ্যাপে থাকা চ্যাট, ছবি দেখায়। কল্যাণের অপারেশনের সময়ে তার পরকীয়া প্রেমের গোপন খবর সব জানলেও মুখে কোনদিন কিছু বলেনি মিতালী। অন্যদিকে বাবার পরকীয়া সম্পর্কের এই নগ্ন রুপ দেখে গুঞ্জারও মনে হয় এবার থেকে সেও মাটন চপ, বিরিয়ানি, এসব ফ্রিজে রাখবে। একজন হার্টের রোগী, কল্যাণ, যা খেয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আধুনিক ক্রোধ ঘৃণা কত প্রবল এবং তার প্রকাশ কত মৃদু অথচ ভয়ংকর!

সমাজমাধ্যম আসার পরে প্রেমের নতুনতর এক রূপের সঙ্গে পরিচিত হলাম আমরা। সাক্ষাৎ পরিচয়হীন দুটি মানুষের মধ্যে অনেক সময় সমাজমাধ্যমেই গড়ে ওঠে সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের পরিসমাপ্তি কখনো হয় বাস্তব মিলনে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখাশোনা মিলন-বিরহ সবই সমাজমাধ্যমেই সীমাবদ্ধ রয়ে যায়। বিনোদ ঘোষালের 'ছায়াপথ'[১২] গল্পে সমাজমাধ্যমে গড়ে ওঠা এই সম্পর্কের কথা পাব আমরা। এই গল্পে পৃথিবীর চার কোনের চারজন নিঃসঙ্গ নারী পুরুষ সমাজমাধ্যমে একটি ভার্চুয়াল ফ্যামিলি তৈরি করেছিল। সেই পরিবারে আমেরিকার এক তরুণীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল উত্তর কলকাতার নিতান্ত ছাপোষা এক যুবকের। মেয়েটি সকালে বেড-টি দিত মেসেঞ্জারে একটি ধোঁয়া-ওঠা কাপের ছবি পাঠিয়ে। রাতের আদরটিও ছিল মেসেঞ্জার অথবা ভিডিও চ্যাটে। একমাত্র পরস্পরের শরীরকে ছুঁয়ে দেখার অক্ষমতাটুকু ছাড়া তাদের দাম্পত্যের আর সবকিছুই ছিল এই সমাজমাধ্যমের ছায়াময় জগতে।

ভার্চুয়াল রিলেশন নিয়ে বিনোদ ঘোষালের লেখা আরেকটি গল্প 'মূক ও বধিরদের জন্য একটি বিকেল' ('নতুন গল্প ২৫' গ্রন্থের অন্তর্গত)। এখানেও ফেসবুকে দুজন নর-নারী, অনীক ও তটিনীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্ক গভীর হলে অনীক তটিনীর সঙ্গে দেখা করতে চায় এবং নির্দিষ্ট দিনে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু তটিনীর দেখা নেই। তাকে ফোন করতে পারছে না অনীক। কারণ তটিনী জানিয়েছে তার ফোনটি হারিয়ে গেছে। বিচলিত হয়ে ফেসবুক খুলে অনীক দেখে তটিনী অনলাইনে আছে। রাগে অভিমানে দাঁড়িয়ে থাকে অনীক। বহুক্ষণ পরে রাস্তার চারপাশ দেখতে দেখতে তটিনী আসতে দেখা গেল। অনীকের পাশ দিয়ে চলেও গেল। কিন্তু তাকে ডাকতে গিয়ে অনীকের গলা দিয়ে যেন স্বর বের হল না। ভার্চুয়াল রিলেশনের কতকগুলো দিক এখানে উঠে এসেছে। অনীকের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে মেয়েটি জানায় তার ফোন হারিয়ে গেছে। এই হারিয়ে যাওয়াটা একটা অজুহাত মাত্র। ভার্চুয়াল রিলেশনে অনেকে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। তাই এভাবেই তারা পরস্পরকে এড়িয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, ভার্চুয়াল সম্পর্কে নর-নারী অনেক সময় এক সঙ্গে একাধিক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। এখানে ঠিক প্রেম নয়, প্রেমের অভিনয় (ফ্লার্ট) করে তারা। এজন্যই তো তটিনী অনীকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে অনীককে অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রেখে অনলাইনে ব্যস্ত থাকে অন্যের সঙ্গে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 179 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আধুনিক মানুষের ব্যস্ত জীবনে অনেক সময় দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হয় দূরত্ব এবং সেই শূন্যস্থানে এসে জুড়ে বসে সমাজমাধ্যম। তৈরি হয় ভার্চুয়াল সম্পর্ক। যেমনটা তৈরি হয়েছে বিনোদ ঘোষালের 'খেলনাবাটি' ('নতুন গল্প ২৫' গ্রন্থের অন্তর্গত) গল্পে। এই গল্পে অতনু ও কথার দাম্পত্য জীবনের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়ায় অতনুর উচ্চাভিলাস। তার পরিণামে এক দিকে বাড়তে থাকে অতনুর ব্যস্ততা অন্যদিকে কথার বুকে জমা হতে থাকে পাহাড় প্রমাণ নিঃসঙ্গতা। স্ত্রীকে সময় কাটাতে ল্যাপটপ কিনে দেয় অতনু। কথার সামনে খুলে যায় ছায়া-বন্ধুদের এক ভিন্ন জগত। প্রথমে ভালো না লাগলেও ক্রমে সেটাকেই মানিয়ে নেয় সে। এখন তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে বরফ শীতলতা। মাঝে মাঝে কথার দেহে জ্বলে ওঠে কামনার আগুন। নষ্ট হয়ে যেতে চায় সে কিন্তু তার জন্য দরকার জ্যান্ত পুরুষ মানুষের দয়া, সাহায্য। এসব ভেবে আর এগোয় না কথা। তবুও একেবারেই কি ছাড়তে পেরেছে পুরুষের সঙ্গ? একাধিক ছায়া বন্ধুদের সঙ্গে সে মেতে ওঠে কামনার খেলায়। স্কাইপে কারো সঙ্গে করছে চুম্বন আবার অন্য কারো আবদারে করে শরীর প্রদর্শন। হয়তো সামাজিক বা ব্যক্তিগত কারণে এসব ছায়া বন্ধুদের সঙ্গে বাস্তবে মিলন হবে না। কিন্তু যে কামনা থেকে ছায়াপথে এই প্রেমালাপ বা অন্য আরো কিছু সেই কামনাটা যে সত্য তাকে অস্বীকার করা যাবে না।

৫

আধুনিক সময়ে সমাজমাধ্যের প্রতি মানুষের যে প্রবল আসক্তি তার অন্যতম কারণ বোধ হয় মানুষের একাকীত্ব। ভোগবাদী জীবনের চাহিদা মেটাতে মানুষ ছুটে চলেছে ক্রমাগত। যা থেকে আবার তৈরি হয় মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। আর এই বিচ্ছিন্নতা থেকে আসে একাকিত্ব। এই একাকিত্ব আজ দাম্পত্য-সম্পর্কেও ছায়া ফেলেছে। দাম্পত্য জীবনের সেই নিঃসঙ্গতা থেকে মানুষের সঙ্গ কামনায় বহির্মুখী মন সমাজমাধ্যমের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। নিঃসঙ্গতা ও সমাজমাধ্যমের এই পারস্পরিক সম্পর্কের এই দিকটা ধরা পড়েছে আমাদের পূর্ব-উল্লেখিত বিনোদ ঘোষালের 'খেলনাবাটি' গল্পে। নিঃসঙ্গতা থেকে অতনুর স্ত্রী কথা সমাজমাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়েছে এই গল্পে। এবং এই আসক্তি তাকে কাছের জনের থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। অতনু অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকে, আর কথা থাকে বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাটে মগ্ন হয়ে। একই খাটের দু প্রান্তে বসে দুজন। কিন্তু দৈহিক সান্নিধ্যে থেকেও পরস্পরের থেকে বহু দূরে তারা।

করোনা-অতিমারী একদিকে যেমন মানুষকে গৃহবন্দি করে ফেলে অন্যদিকে তেমনি সমাজমাধ্যম ব্যবহারের দিকে সকলকে চালিত করে। অনভ্যস্ত মানুষও প্রয়োজনের তাগিদে এসময় শিখে নেয় সমাজমাধ্যম ব্যবহারের কৌশল। লকডাউনের সময়ের মানুষের এই সমাজমাধ্যম মুখী হওয়ার প্রবণতাকে নিয়ে সিজার বাগচি লেখা গল্প 'চ্যানেল' ('দেশ', ১৭ ডিসেম্বর, ২০২০)। লকডাউন চলছে। স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত সবই বন্ধ। এক নতুন কর্মসংস্কৃতি এল, বাড়িতে বসে কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম)। আমাদের আলোচ্য গল্পে শাম্বও বাড়িতে বসে অফিসের কাজ করছে। শাম্বর স্ত্রী কলেজে পড়ায়। সে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে। অন্যদিকে লকডাউনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়। শাম্ব কিছুটা উদ্বিগ্ন, তার কোম্পানিও না পিঙ্ক স্লিপ ধরায়! ইদানিং শাম্বর হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন জন ইউটিউবের লিংক পাঠাচ্ছে। কেউ গান গাইছে, কেউ রান্না করছে, শাম্বর যে বন্ধু কলেজে ম্যাজিক শো দেখানোরই সুযোগ পায়নি সেই চ্যানেল খুলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। শাম্বর স্ত্রীর কলিগ মেকাপের চ্যানেল খুলেছে। বিনোদন নয়, এ সবই বিকল্প আয়ের উৎস সন্ধান। শাম্ব ভাবে সেও একটা চ্যানেল খুলবে। নতুন যুগের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। না হলে অস্তিত্বের সংগ্রামে হারিয়ে যাবে সে।

লকডাউনে সকলেই যে বিকল্প আয়ের উৎস সন্ধানে সমাজমাধ্যমের দিকে ঝুঁকেছিল, তা নয়। অনেকে (যাদের জীবিকা হারানোর কোন ভয় ছিল না তারা) অখন্ড অবসর কাটাতে সমাজমাধ্যমকে বেছে নিয়েছিল। এই শ্রেণীর মানুষ এবং তাদের কার্যাবলীর কথা আমরা পাব চিত্রালী মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'এবার ফেসবুকে কবি প্রণাম'[১৩] কিম্বা শিবপ্রসাদ সরকারের 'আমার কবি হয়ে ওঠা'[১৪] ইত্যাদি গল্পে। লকডাউনে ভিডিও কনফারেন্সের গুরুত্ব বাড়ে। এই ভিডিও কনফারেন্স নিয়ে শংকর টুটু ব্যানার্জির লেখা মজার গল্প 'বিবাহ অভিযান'।[১৫] যেখানে পাত্রী দেখা বিবাহ সবই অনলাইনে। দেখাশোনা করার সময় ভিডিওতে যতটুকু দেখা যাবে সেটুকু সাজগোজ, বাকিটা সাধারণ। পুরোহিত কনফারেন্সে একসঙ্গে সাতটা বিয়ে

দিচ্ছে। অতিথিরা অনলাইনে বিয়েতে যুক্ত হয়েছে। অতিথিদের বাড়িতে ডেলিভারি সংস্থা খাবার দেবে। তাদের সঙ্গেও অনলাইনে যোগাযোগ। একটু বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জিত বর্ণনা। কিন্তু লকডাউন যেভাবে মানুষকে অনলাইনের দিকে ঠেলে দিয়েছে তাতে এমন ঘটনা ঘটতে বেশি দেরি নেই তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

৬

সমাজমাধ্যম-আসক্তি এবং সমাজমাধ্যম-নির্ভরতা, বর্তমান সময় ও প্রজন্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে কোন আসক্তি যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে তার পরিণাম অশুভ হতে বাধ্য। সমাজমাধ্যমের ক্ষেত্রেও তাই। সুবর্ণ বসুর 'আঁধার রাতের আততায়ী' গল্পে রাকা সেনের সমাজ মাধ্যমে নিমগ্নতার সুযোগ নিয়েই আততায়ী তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে খুন করে। সমাজমাধ্যমে আসক্তি থেকে মানসিক উদ্বেগ চাপ উত্তেজনা ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যা জন্ম নেয়। মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তাই সমাজমাধ্যম থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক, মনোবিদেরা। এবং আধুনিক মানুষ অনেকেই আজ সমাজমাধ্যমে ত্যাগের পথে হাঁটছেন। তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'বাঁকাদার পথ' (শারদীয় 'দেশ', ১৪৩০) মানুষের এই সমাজমাধ্যম ত্যাগেরই আখ্যান। গল্পের কাহিনিতে দেখি- সর্বার্থ হালদার একটা মিউজিক স্টোরসের মালিক। পিতৃপুরুষের এই ব্যবসায় এক সময় সে দেদার টাকা কামিয়েছে। কিন্তু টেকনোলজির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্যাসেট সিডি ডিভিডি অচল হল, সর্বার্থর ব্যবসাও বন্ধ হল। ফাঁকা দোকানে বসে থাকতে থাকতে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে সে। ডাক্তারের কাছে গেল। একগাদা টেস্ট। প্রেসার সুগার কোলেস্টেরল হাই। তার উপর ডিপ্রেশন। ডাক্তার বলেছে নিয়মিত ব্যায়াম, হাঁটা, সাইকেল চালানো - এসব করতে হবে। কয় বন্ধু মিলে বেরিয়ে পড়ে সর্বার্থ। বহুদূর যায় তারা সাইকেল চালিয়ে। কষ্টটা মালুম হয় না। মেজাজ ফুরফুরে হয়ে যায়। সর্বার্থর দোকানের কর্মচারী বঙ্কিম পাল ওরফে বাঁকাদা, ওদের সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরল। বাঁকাদার প্রকৃতি দেখা আর সর্বার্থদের প্রকৃতি দেখা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। বাঁকাদা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে তার কথা শুনতে পায়। আর সর্বার্থরা ক্যামেরায় প্রকৃতি দেখে, ছবি তোলে, ফেসবুকে লাইভ করে, কটা লাইক কমেন্ট এল সেদিকে নজর রাখে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা একটা গ্রুপ খুলেছে। সেটার জনপ্রিয়তা এবং চাহিদা বেড়েছে। সেই চাহিদা মেটাতে সর্বার্থরা মোবাইলে ছবি তুলে যাচ্ছে তো যাচ্ছে। বাঁকাদা এসবের মধ্যে নেই। আপন মনে প্রকৃতি দেখে মজা পায়। একদিন সে সর্বার্থদের বলে, বেড়াতে এলে মোবাইল ক্যামেরা এসব যন্ত্রগুলো না আনাই ভালো। এতে ছবি তুলতে তুলতে দেখাটাই কম হয়ে যায়। একজন অল্প পড়াশোনা জানা লোকের মুখে এ কথা শুনে সর্বার্থ রেগে গিয়ে তাকে দু কথা শুনিয়ে দেয়। পরদিন থেকে বাঁকাদা আলাদা হয়ে বেরিয়ে পড়ে। সর্বার্থরা তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় গ্রুপটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্য গ্রুপের সঙ্গে অঘোষিত প্রতিযোগিতায় নেমেছে তারা। সবাইকে হারিয়ে জিততে হবে, জনপ্রিয়তা বাড়াতে হবে। দিন দিন চাপ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে বাঁকাদার বয়স যেন দিন দিন কমে যাচ্ছে। সে হাসছে লাফাচ্ছে যেখানে খুশি যাচ্ছে। সর্বার্থ উপলব্ধি করে এইসব ছবি তোলা, পোস্ট করা, কী কমেন্ট আসছে এসব দেখতে দেখতে সত্যিই তাদের নিঃসর্গজ কিছুই দেখা হচ্ছে না। এই উপলব্ধি দলের অন্যদেরও হয়। সর্বার্থর বন্ধু সেলিম বলে, এই যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও আপলোড, লাইক, লাইভ ইত্যাদি নিয়ে তারা নাচানাচি করছে এসব সর্বার্থর দোকানের রেকর্ড ক্যাসেট সিডি ইত্যাদির মত একদিন অচল হয়ে যাবে না কে বলতে পারে? কিন্তু 'অচল হবে না প্রকৃতি অচল হবে না বাঁকাদা'। ক্যামেরা মিডিয়া সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তারা বাঁকাদার দেখানো পথে প্রকৃতির রহস্য লোকের দিকে যাত্রা করল।

সমাজমাধ্যম-আসক্তি অনেকটা ব্যক্তিগত কিন্তু সমাজমাধ্যম-নির্ভরতা আধুনিক সময়ের অবসম্ভাবী পরিণাম। আসক্তির মতো এই নির্ভরতা থেকেও অনেক সময় জন্ম নেয় উদ্বেগ, নানা ধরনের মানসিক বিভ্রান্তি। এই বিষয়টা নিয়ে শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্প 'গন্তব্য' ('দেশ', ২ জুলাই ২০২০)। এই গল্পে একজন লোক বেহালা চৌরাস্তায় যাবে বলে মোবাইল থেকে অ্যাপক্যাব বুক করে। দূরত্ব দেখাচ্ছে দু' মিনিট কিন্তু গাড়িটা আসছে না। অপেক্ষা করতে করতে লোকটা অধৈর্য হয়ে পড়ে। রাগও হয় তার। যে সমাজমাধ্যমকে ব্যবহার করে গাড়ি বুক করেছে সেই সমাজমাধ্যমই এই অধৈর্য রাগ এসবের কারণ। এটা না থাকলে লোকটা বুঝতে পারত না যে গাড়িটা কাছে থেকেও আসছে না। এরপর গাড়িটা এল। রাগে হাত নেড়ে কথা বলতে গিয়ে হাত থেকে লোকটার মোবাইল কোথায় পড়ে গেল, পাওয়া গেল না। গাড়ি চলতে শুরু

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 179 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করল। লোকটা ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল, লোকটা দেখল গাড়িটা অন্ধকারে অচেনা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। গুগল ম্যাপ কাজ করছে না। ফলে মানসিক টেনশন। এরপর যখন নেটওয়ার্ক এল তখন দেখা গেল তাদের অবস্থান বেভারলি হিলস, লস অ্যাঞ্জেলেস। প্রযুক্তির এই বেয়াড়া রসিকতায় লোকটা মজা পেল এবার। এরপর গল্প অন্যদিকে মোড় নেয়। গাড়িটার একটা ডেস্টিনেশন ছিল। গাড়ি সেখানে পৌঁছায়নি। তেমনি লোকটারও একটা উদ্দেশ্য ছিল - ফিল্ম বানানো, হলিউডে যাওয়া। হয়ে ওঠেনি। প্রশ্ন- কেন ফিল্ম বানায়? সত্যি কি কিছু বলার আছে তার? যে ভাষায় সে বলে তা কি কেউ বোঝে? যে জীবন নিয়ে ফিল্ম বানায় সে জীবনের গল্প কি সে জানে? শেষে এই জীবনের খোঁজে এক গ্রামের দিকে যাত্রা করে লোকটা যেখানে শহরের ইঁদুর-দৌড়ে হাঁপিয়ে ওঠা মানুষ-জন আশ্রয় নিয়েছে সরল সাধারন জীবন যাপন করার জন্য। গল্পের প্রথমাংশে সমাজমাধ্যম-নির্ভরতা এবং তারই কার্যকারণ সূত্রে উৎকণ্ঠা, বিরক্তি রাগ ইত্যাদির জন্ম। আর গল্পের পরের অংশে যাত্রা সেই অজানার উদ্দেশ্যে সমাজমাধ্যমের প্রতি নির্ভরতা ছাড়াই। লোকটার মোবাইল হারিয়ে গেছে। তাতেই ছিল তার প্রাত্যহিক কাজকর্মে সহায়ক একাধিক সমাজমাধ্যম। আর গাড়ির ড্রাইভারের তো ম্যাপই কাজ করছে না, আর করলেও ভুল তথ্য দিচ্ছে। ফলে তার প্রতি নির্ভর করা চলে না। সমাজমাধ্যম ব্যতিরেকেই দু'জন মানুষ যাত্রা করেছে সেই ইউটোপিয়ার উদ্দেশ্যে যেখানে একজন মানুষ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্যজনকে।

সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে প্রান্তিক মানুষ এবং তাদের প্রতিভা প্রচারের আলোয় এসেছে। রানু মন্ডল থেকে ভুবন বাদ্যকর যাদের অন্যতম দুই উদাহরণ। সমাজমাধ্যমকে তারা গ্রহণ করেছে এবং করতে চায়, নিজের প্রতিভাকে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু এমন মানুষও আছেন যাঁরা নিভৃতে থাকতে ভালোবাসেন। মিডিয়া প্রচার অর্থ কিছুই চায় না তারা। অনায়াসে তারা প্রত্যাখ্যান করে সমাজমাধ্যম এবং লোভনীয় প্রস্তাব। এই ধরনের একজন মানুষের কথা আমরা পাব কিশলয় জানা রচিত 'ডানা নাই উড়ে যায়' ('দেশ', ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩) গল্পে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র দিনু বাউল। গান গেয়ে ভিক্ষা করে সে। মাঝে মাঝে নিন্দে সমালোচনাও শোনে। কেউ বলে তার সঙ্গীতের শিক্ষা নেই, আবার কেউ বলে এসব সেকেলে গান – এখন আর চলবে না। আধুনিক কিছু গাও। শুনে রেগে যায় দিনু। গানের তালিম তার নেওয়া আছে, আর আধুনিক গান সে গাইবে না। সে তার গুরু গোঁসাইয়ের গান গায়। নিজেও গান বাঁধে। তার নিজের বাঁধা গান একবার সে ট্রেনে গাইছিল। কয়েকটা ছেলের কানে গেল। নতুন লাগল তাদের কাছে। তারা দিনুর ছবি নিল। গান রেকর্ড করে সমাজমাধ্যমে ছেড়ে দিল। ভাইরাল হয়ে গেল দিনুর গান। কয়েকদিন বাদে ছেলেটি এল একটি চ্যানেলের লোকজন সঙ্গে নিয়ে। বলল এই চ্যানেল দিনুর গানের সম্প্রচারের কপিরাইট করতে চায় এবং দিনুকে নিয়ে যেতে চায় তাদের রিয়ালিটি শোতে। এজন্য দশ লাখ টাকা দেবে। দিনুর স্ত্রী রাজি হতে বলে। দিনুও রাজি হতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না সে। তার নিভৃত শিল্পী-সত্তা তাকে বাধা দিল। সে বলে –

> "বাবুরা, ও টাকা নিয়ে কী করব আমি, যদি আমার হেদয়ে আর গানই না-জন্মায়? সুখের রাতে মানুষ গান বাঁধে না, দুঃখের রাতে বাঁধে। শিল্পীকে কি বাঁধতে আছে? আকাশের ম্যাঘ দেখেন নাই? কেমন ডানা নাই উড়ে যায়! ওদের কেউ বাঁধে না বলেই ওরা আকাশের গায়ে হরেক কিসিমের ছবি আঁকে। শিল্পীদেরও যদি হাত-পা বাঁধা থাকে, তবে আর ইচ্ছেমতো ছবি আঁকন কি গান গাওনের উপায় থাকে না। আমায় মাফ করেন, আমি আপনাদের টাকা চাই না, আমার হাত-পা-হেদয় বাঁধা দিতে চাই না।"[১৬]

একদিকে সমাজমাধ্যমে আসক্ত মানুষ। সমাজ-মাধ্যমের আধিপত্যকে তারা মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে আর একশ্রেণির মানুষ, যারা সমাজমাধ্যমকে ত্যাগ করছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বিচার করি তাহলে কিছু মানুষের এই সমাজমাধ্যম ত্যাগ আসলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজমাধ্যম এতদিন যে নিরঙ্কুশ একাধিপত্য বিস্তার করে আসছিল সেই অবাধ বিস্তারে লেগেছে পাল্টা আঘাত। এই আঘাত মানুষের পক্ষ থেকে। সমাজমাধ্যমের দাস হয়ে থাকবে না সে। প্রয়োজনে সমাজমাধ্যমকে ছুঁড়ে ফেলতে দ্বিধা করবে না। কিম্বা সমাজমাধ্যমের দাক্ষিণ্য গ্রহণ করবে কি করবে না সেটাও তার ইচ্ছাধীন। মানুষের জীবনে সমাজমাধ্যমের আধিপত্য একদিকে অন্যদিকে সীমিত পরিসরে হলেও সমাজমাধ্যমের আধিপত্যকে খর্ব করে তার উপর মানুষের ইচ্ছাশক্তির জয় – রাজনৈতিক এই টানা পোড়েন আধুনিক সময় ও সমাজের বৈশিষ্ট্য। বাংলা ছোটগল্প সেই সময় ও সমাজ-মনকে তুলে ধরেছে পাঠকের সামনে।

Reference:

১. সোশ্যাল মিডিয়াকে বাংলায় কেউ বলেন সমাজমাধ্যম, কেউ বলেন সামাজিক মাধ্যম আবার অনেকে একে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও বলে থাকেন। আমাদের লেখায় এই সবকটি কথাই আসবে ঘুরে ফিরে প্রয়োজন অনুসারে।

২. The Editors of Encyclopaedia Britannica, social media, Britanicahttps:// www.britannica.com/topic/social-media, on 11th Nov. 2023, at 8.50 P.M

৩. Ibid

৪. https://www.oberlo.com/statistics/how-many-users-does-facebook-have, 11th Nov. 2023, at 10.30 P.M

৫. ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘ফেসবুক গ্রুপ থেকে ইতিহাসের আকর’ শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেষিত হয়। যেখানে বলা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে ‘পুরনো কলকাতার গল্প’ নামক লক্ষাধিক সদস্যসম্বলিত একটি ফেসবুক গ্রুপকে চিঠি দিয়ে তথ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তথ্যসূত্র – https://www.anandabazar.com/west-bengal/jadavpur-university-is-trying-to-recover-the-stories-of-old-kolkata-from-a-facebook-group-1.1060789, on 11th Nov. 2023, at 10.50 P.M

৬. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, ‘টুপি’, শারদীয় ‘দেশ’, ১৪৩০, পৃ. ১৬০

৭. মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু , ‘ব্রহ্মপাখি’,উনিশ কুড়ি, ৪ এপ্রিল, ২০১৬, পৃ. ১৫

৮. ‘পর্নোগ্রাফি রোখা মুশকিল, কোর্টকে জানিয়ে দিল কেন্দ্র’, আনন্দবাজার পত্রিকা (অনলাইন), শেষ আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০১৪ ০৩ : ১২
Retrieved from :
https://www.anandabazar.com/india/very-tough-to-prevent-pornography-central-to-sc-1.64125, on 14th Nov. 2023, at 9.30 P.M

৯. আহমেদ, সাবির, ‘Child Porn : শিশু পর্নোগ্রাফি! আসক্তি ভুলিয়েছে মনুষ্যত্ব, অন্ধকারে লেখা হচ্ছে নির্যাতনের গাথা’, আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন, শেষ আপডেট ৫ আগস্ট ২০২১ ১৪:৫৪
Retrieved from:
https://www.anandabazar.com/editorial/essays/child-pornography-an-account-on-explicit-content-of-child-child-porn-in-india-dgtl/cid/1296759, on 14th Nov. 2023, at 10.30 P.M

১০. Ibid

১১. Ibid

১২. প্রভাত ফেরী পত্রিকা, প্রকাশ- ১২ অক্টোবর ২০২০ ২১:৩৩, আপডেট – ৫ এপ্রিল ২০২১ ২০:৪০, ওয়েব অ্যাড্রেস- https://www.provatferi.com.au/public/literature/article/21787/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%A6-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B2, on 10th Nov. 2023, at 11.15 A.M

১৩. উৎস - দত্ত স্বরূপ (সম্পা.), লকডাউনের মজার গল্প, পুরুলিয়া, কথা কও, ১ম ডিজিটাল প্রকাশ, ১ আগস্ট ২০২০

১৪. তদেব

১৫. তদেব

১৬. জানা, কিশলয়, ‘ডানা নাই উড়ে যায়’, দেশ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ. ৫১